গত পাঁচ বছরে কপিরাইট অফিসের অর্জন:

১. জনগণের দোরগোড়ায় সেবা পৌছে দেয়ার লক্ষ্যে কপিরাইট রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া সহজিকরনের জন্য অনলাইন কপিরাইট রেজিস্ট্রেশন সেবা চালু করা হয়েছে এবং ইতোমধ্যে উক্ত সিস্টেমের সংগে ই-পেমেন্ট গেটওয়ে সংযুক্ত করা হয়েছে। ই-পেমেন্ট গেটওয়ে সংযুক্ত করার কারণে এখন কপিরাইট রেজিস্ট্রেশন সংক্রান্ত ফি অনলাইনে প্রদান করা যায়। ফলে কপিরাইট রেজিস্ট্রেশনের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে।

২. আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকায় কপিরাইট ভবনের জন্য নির্ধারিত ১.১ বিঘা জমি দখলমুক্তকরণ : সুদীর্ঘ ০৭ বছর ধরে মাদক আসক্তদের অবৈধ দখলে থাকা জায়গাটি আইনী প্রক্রিয়া অনুসরণক্রমে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সহায়তায় দখলমুক্ত করা হয়। মেধাস্বত্বের বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে সরকার কর্তৃক ৫৬০০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে গৃহীত বাংলাদেশ কপিরাইট অফিসের জন্য একটি ১৪ তলা বিশিষ্ট ভবন নির্মাণ প্রকল্প ২০২৩ সনের ৩০ জুনের মধ্যে নির্মান কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এটি হবে বুদ্ধিবৃত্তিক মেধাসম্পদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও নিজস্ব সংস্থার একটি নির্দিষ্ট কেন্দ্র ও ঠিকানা, যা Cultural Hub হিসেবে পরিনত হবে।

৩. কপিরাইট স্টেকহোল্ডার বা অংশীজনদের সুবিধার্থে রেজিস্ট্রেশন সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সংযুক্তির নমুনা যেমন হস্তান্তর দলিল, প্রযোজক, গীতিকার, সুরকার, সহশিল্পীর সম্মতিপত্র, ব্যান্ড দল গঠনের সমঝোতা স্মারক ও অংশীজনদের অঙ্গীকারনামা ইত্যাদি কপিরাইট অফিসের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে। পূর্বের ট্র্যাডিশনাল সনদের পরিবর্তে কপিরাইট, রিলেটেড রাইট এবং কপিরাইট লাইসেন্স এর ডিজিটাল সনদ তৈরি ও প্রবর্তন করা হয়েছে।

৪. দীর্ঘ ০৩ বছর ধরে সকল অংশীজন, সংশ্লিষ্ট সাংস্কৃতিক সংগঠন ও কপিরাইট বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিবর্গ এবং বিভিন্ন দেশের আইন পর্যালোচনাক্রমে নতুন কপিরাইট আইন ২০২৩ প্রণয়ন করা হয়েছে।

৫. সর্বস্তরে কপিরাইট সচেতনতা বৃদ্ধিতে বিগত ০৫ বছরে প্রায় ৩০টি সেমিনার ও কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে। সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে অমর একুশে গ্রন্থমেলা, তথ্য প্রযুক্তি মেলা, ডিজিটাল বাংলাদেশ মেলা, উন্নয়নমেলা, সংগীত মেলায় নিজস্ব স্টল স্থাপন করে কপিরাইট সংক্রান্ত প্রচার কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে। ফেসবুক ফ্যান পেইজের মাধ্যমে অংশীজন বা আগ্রহী যে কোন ব্যক্তির কপিরাইট আইন সংক্রান্ত জিজ্ঞাসার জবাব প্রদান করা হয়।